দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 03 JAN 1998 ... ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ... ৭ .....

স্কুলে ভর্তি সঙ্কট

প্রতিবছর জানুয়ারি এলেই স্কুলে ভর্তি হওয়ার বয়সী ছেলেমেয়েদের পিতামাতা-অভিভাবকদের দুশ্চিন্তার অন্ত থাকেনা। যেসব কোমলমতি শিশুকে পিতামাতারা স্কুলে ভর্তি করানোর মনস্থ করেন, সেই শিশুরাও যেন চিন্তিত হয়ে পড়ে এই যুদ্ধে জিততে পারবে, কি পারবে, না সেই চিন্তায়। কারণ জানুয়ারি আসার আগে থেকেই এ-ধরনের অনেক শিশুকেই ভর্তি হবার ট্রেনিং দান শুরু হয়। কেউ ঘরে, কেউ কোচিং ব্যবস্থায় তৈরি হতে থাকে নির্দিষ্ট কোন বা ভাল যে কোন স্কুলে ভর্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের আশায়। শিশু ও বালক-বালিকাদের ভর্তি হতে পারার ব্যাপারে যতটুকু দুশ্চিন্তা, তার চেয়ে অনেক বেশি দুশ্চিন্তায় পড়েন তাদের পিতামাতা-অভিভাবকেরা। শুরু হয় তাঁদের প্রাণান্তকর ছোটাছুটি এবং প্রচেষ্টা, যাতে একটি ভাল স্কুলে তাঁদের সন্তানকে ভর্তি করানো যায়। ভাল স্কুলে ভর্তি হতে গেলে যে-ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে হয়, তাকে ভর্তিযুদ্ধ বললে বাড়িয়ে বলা হবেনা। রাজধানীতে সরকারী-বেসরকারী মিলিয়ে শতাধিক স্কুল থাকলেও অধিকাংশ অভিভাবকেরই লক্ষ্য ভাল স্কুলে ভর্তি করানো। ভাল বলতে এক্ষেত্রে যে-স্কুলগুলোয় লেখাপড়া ভাল, নামও আছে, আবার অন্যান্য পরিবেশও ভাল, সেগুলোকেই বিবেচনা করা হয়। তবে ,এক্ষেত্রে প্রাধান্য পায় নাম-করা স্কুলগুলো। একবার কোন স্কুলের বিশেষ কোন খ্যাতি হয়ে গেলে দেখা যায়, ভর্তির ভিড় সে স্কুলে অনেক বেশি হয়। ঢাকার সরকারী-বেসরকারী স্কুলগুলোর কোন-কোনটায় ভর্তির প্রক্রিয়া, অর্থাৎ ফরম দেয়া ইত্যাদি কাজ এরই মধ্যে শুরু হয়েছে। কোন-কোনটাতে শুরু হতে যাচ্ছে। অর্থাৎ ছাত্রভর্তির প্রস্তুতি চলছে মোটামুটি সব স্কুলেই। প্রতিটি স্কুলেই ভিড় দেখা যাবে, তবে সর্বাপেক্ষা ভিড় দেখা যাবে বিশেষ কয়েকটি স্কুলে। এরই মধ্যে ফরম সংগ্রহ থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্কুলে খোঁজখবর নেয়ার ব্যাপারে অভিভাবকদের ছোটাছুটি শুরু হয়ে গেছে। অনেকেই এ-ব্যাপারে ছুটছেন তাঁদের বিবেচনায় ভাল ভাল স্কুলের দিকে। ছাত্রভর্তির ব্যাপারে ঢাকায় প্রতিবছর স্কুলগুলোয়, বিশেষ করে কয়েকটি স্কুলে যে-ভিড় পরিলক্ষিত হয়, তাকে খুব একটা স্বাভাবিক বলা যায়না। অবশ্য, প্রত্যেক পিতামাতা-অভিভাবক চাইবেন, তাঁদের সন্তান ভাল স্কুলে পড়ুক, ভাল লেখাপড়া শিখুক—এটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু কথা হচ্ছে, ঢাকায় যত স্কুল আছে সে-তুলনায় এতটা তীব্র ভর্তিসঙ্কট হওয়ার কথা নয়। সমস্যা হচ্ছে— অধিকাংশ অভিভাবকই ছুটছেন নির্দিষ্ট হাতে-গোনা কয়েকটি স্কুলের দিকে ঐ একই আশায়— সন্তানের জন্য উত্তম বিদ্যাপীঠ নিশ্চিতকরণের আশায়। এজন্য অনেকেই নিজ পাড়া ছেড়ে দূরের পাড়ায়, মহল্লার স্কুল ছেড়ে দূরবর্তী এলাকার স্কুলে ভর্তি করানোর চিন্তাভাবনা করছেন। যতজন ছাত্র প্রতিবছর ভর্তি হতে চায়, স্কুলগুলোর সিটের সংখ্যা তদনুরূপ হলে ভর্তিসঙ্কটের তীব্রতা এতটা হতোনা, সকলেই ভর্তি হতে পারত মোটামুটি অল্প আয়াসে— একথা ঠিক। তবে, তাতেও সঙ্কট থেকে যেত কিছুটা। কেননা, যেসব স্কুলে লেখাপড়া ভাল, পরিবেশ ভাল, রেজাল্ট ভাল বলে অভিভাবকরা মনে করেন, সেগুলোর কোন একটিতে তাঁরা ছেলেমেয়েদের ভর্তি করাতেই আগ্রহী সবসময়। এই সমস্যাটির সমাধান হতে পারে, স্কুলে সিটের সংখ্যা বাড়ানোর পাশাপাশি প্রতিটি স্কুলে পড়াশোনার মান উন্নত করার মাধ্যমে। প্রতিটি স্কুলে পড়াশোনার মান উন্নত হওয়া মানে সেসবের পরিবেশ আরও ভাল হওয়া, সেসবের রেজাল্ট আরও ভাল হওয়া। এভাবে ভাল স্কুলের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটবে যত, ভর্তিযুদ্ধের প্রাণান্তকর পরিস্থিতি তত স্বাভাবিক হয়ে আসতে পারে।

এ-প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় উল্লেখ করা যায়। ভর্তিসঙ্কট রাজধানী নগরীতে প্রকট হলেও অন্যান্য শহরেও কমবেশি এ-সঙ্কট লক্ষ্য করা যায়। এই সমস্যার সার্বিক সমাধানের পথ হচ্ছে, পড়াশোনার ব্যাপারে সকলের জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি দেশের প্রতিটি স্কুলেই লেখাপড়ার মান অধিকতর উন্নয়নের ব্যবস্থা করা। আমাদের দেশে একটি অত্যন্ত দুঃখজনক বাস্তবতা হচ্ছে, বিপুলসংখ্যক শিশু আজও স্কুলেই যায়না। যারা যায়, তাদের ভিতর অনেকে মাঝপথেই লেখাপড়া ছেড়ে দেয়। দেশের শহর-গ্রামে এমন বহু শিশু রয়েছে, যাদের লেখাপড়া শেখার বয়স হওয়া সত্ত্বেও লেখাপড়া শেখার সুযোগ নেই। এমন অনেক গ্রাম-লোকালয় রয়েছে যেগুলোতে কোন স্কুলই নেই। তাছাড়া, সাধারণভাবে রয়েছে গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর দুরবস্থা, শিক্ষক-স্বল্পতা, যাতায়াতের সমস্যা। সর্বোপরি, চরম দারিদ্র্য হচ্ছে শিশুদের শিক্ষাক্ষেত্রের প্রধান সমস্যা। সব মিলিয়ে এই কারণগুলোর জন্যই দেশের অগণিত শিশু আজও শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। বহু পরিবারের দারিদ্র্য, অভাব-অনটন ও নিত্যদিনের নানাবিধ সমস্যার কারণে অভিভাবকগণ তাঁদের সন্তানদের স্কুলে পাঠানোর চাইতে কোন কাজে লাগিয়ে দেয়াকেই উত্তম বিবেচনা করেন। যার ফলে, বহু শিশুর পক্ষে স্কুলে যাওয়াই সম্ভব হয়না। সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার উদ্যোগের ক্ষেত্রে এগুলো যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচ্য বিষয়। এসব সমস্যা, বিশেষ করে, দারিদ্র্য দূরীকরণের মাধ্যমে জীবনমুখী শিক্ষাব্যবস্থার বিস্তার ঘটিয়ে আনন্দের পরিবেশে শিক্ষাদান নিশ্চিত করতে পারলেই শিক্ষার সত্যিকার সার্বিক বিস্তার ঘটতে পারে। সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত হতে পারে।